PANI SAMPAD BARTA

ISSN ▪ 1607-9841

এলজিইডি

পানি সম্পদ বার্তা

এলজিইডি'র সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিটের ত্রৈমাসিক বুলেটিন
Quarterly Bulletin of the Integrated Water Resources Management Unit of LGED

সংখ্যা ৩৫-৩৬, অক্টোবর-১০ - মার্চ-১১
ISSUE 35-36, OCTOBER - 2010 - March- 2011

এলজিইডি সদর দপ্তর পরিদর্শনে স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব জনাব আবু আলম মোঃ শহিদ খান

গত ৯ নভেম্বর ২০১০ তারিখে রাজধানী ঢাকায় স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (সদর দপ্তর) পরিদর্শনকালে বক্তব্য দান করছেন স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব জনাব আবু আলম মোঃ শহিদ খান। এ সময় উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান (ডান থেকে দ্বিতীয়), স্থানীয় সরকার বিভাগের যুগ্ম-সচিব জনাব অশোক মাধব রায় (বামে) এবং স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-সচিব জনাব মোঃ আনসার আলী খান (ডানে)।

গত ৯ নভেম্বর ২০১০ তারিখে ঢাকায় শেরেবাংলা নগরে অবস্থিত স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) পরিদর্শন করেন স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব জনাব আবু আলম মোঃ শহিদ খান। পরিদর্শনকালে তাঁর সাথে উপস্থিত ছিলেন জনাব অশোক মাধব রায়, যুগ্ম-সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ এবং জনাব আনসার আলী খান, উপ-সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ। উল্লেখ্য, স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণের পর তিনি প্রথমবার স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর পরিদর্শন করলেন।

স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব মহোদয়ের এলজিইডি পরিদর্শন উপলক্ষে আয়োজিত এক সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে মাননীয় সচিব দরিদ্র জনগণের ভাগ্য উন্নয়নে আগামীতে অধিকতর নিবেদিত হয়ে কাজ করার জন্য স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রকৌশলীবৃন্দের প্রতি আহ্বান জানান। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরকে সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রমের একটি সফল প্রদর্শনী হিসাবে উল্লেখ করে তিনি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত করা এবং উন্নয়ন কাজের গুণগত মানের প্রশ্নে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ না রাখার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। অঙ্গীকারাবদ্ধতা, দক্ষতা ও যোগ্যতার জন্য এলজিইডি যে দেশে ও বিদেশে সমাদৃত তা তিনি তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন। এলজিইডি'র প্রতিষ্ঠাতা প্রধান প্রকৌশলী মরহুম কামরুল ইসলাম সিদ্দিকের অগ্রণী ভূমিকার কথা স্মরণ করে তিনি বলেন যে তাঁর সুদৃঢ় ব্যক্তিত্ব, সুবিশাল দক্ষতা ও সুগভীর পেশাগত জ্ঞানের ফলে এ প্রতিষ্ঠান এতো উচ্চ স্থান অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।

তাঁর বক্তব্যে তিনি আরো বলেন যে, এলজিইডি'র কার্যক্রমের ব্যাপকতা মূলত গ্রামীণ, নগর ও পানি সম্পদ সেক্টরকে ঘিরে আবর্তিত হচ্ছে। এর রয়েছে প্রশিক্ষিত এবং নিবেদিত কর্মী সম্পদ যার সহায়তায় এলজিইডি প্রতি বছর মোট বার্ষিক উন্নয়ন বরাদ্দের ১৮ থেকে ২০ শতাংশ বাস্তবায়ন করে থাকে।

(২য় পাতায়)

অন্যান্য পাতায়

- সম্পাদকীয়
- রৌয়াইল-হিলালপুর উপ-প্রকল্পে বাস্তবায়ন চুক্তি স্বাক্ষর
- Reconnaissance visit
- পানি ব্যবস্থাপনায় জেন্ডারের ভূমিকা শীর্ষক প্রশিক্ষণ
- পাবসস সভাপতির শ্রেষ্ঠ সমবায়ীর পুরস্কার লাভ
- পাবসসের জৈবসার তেরী ও ব্যবস্থাপনা প্রদর্শনী এবং
- এশিয়া উন্নয়ন ব্যাঙ্কের ঋণ প্রারম্ভিক মিশন।

সম্পাদকীয়

গুঙ্গিয়াজুরী হাওর। অফুরন্ত সম্পদে সমৃদ্ধ হবিগঞ্জ জেলার এই হাওরটি অবহেলার নির্মম স্বাক্ষর। উর্বর ও যথেষ্ট পরিমাণ জমির মালিক হওয়া সত্ত্বেও হাওর অঞ্চলের অধিবাসীদের অধিকাংশের বসবাস দারিদ্রসীমার নীচে। বর্ষাকালের পুরো সময় হাজার হাজার সক্ষম কৃষি শ্রমিক কর্মহীন সময় কাটায়। গুঙ্গিয়াজুরী হাওর এলাকা জ্যৈষ্ঠ মাস থেকে কার্তিক মাস পর্যন্ত ৩ থেকে ১০ ফুট পানির নীচে ডুবে থাকে।

মূলতঃ কার্তিক মাসের শেষে গুঙ্গিয়াজুরী হাওরের কৃষকরা বোরো ধানচাষ শুরু করে। ফলন হয় বৈশাখ মাসে। হাওর এলাকা বছরের কয়েকমাস পানিতে ডুবে থাকলেও শুকনো মৌসুমে সেচের পানির প্রধান উৎস খাল-বিলগুলো প্রায় পানি শূন্য হয়ে পড়ে। হাওরের উপর দিয়ে প্রবাহিত করাঙ্গী ও বীজনা নদীর মধ্যে করাঙ্গীতে পানির প্রবাহ এমন শীর্ণ পর্যায়ে পৌছে যে, সেচযন্ত্র স্থাপন করা সম্ভব হয়না। অন্যদিকে বীজনা নদীতে পানির প্রবাহ থাকলেও সেচ পাম্পের সাহায্যে দূরবর্তী অঞ্চলে পানি নেয়া দুরূহ হয়ে পড়ে। এই অবস্থায় বৃষ্টি না হলে কৃষকের অবস্থা আরও করুণ হয়ে পড়ে।

এত সাধ, সাধনা ও শ্রমের ফসল বৈশাখ মাসে যে কৃষকের ঘরে উঠবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। আগাম বন্যা প্রায় প্রতি বছরই ক্ষেতের ফসল ডুবিয়ে দেয়। হাওরের কিছু এলাকায় কৃষকরা চৈত্র-বৈশাখ মাসে আটমাসী আমন ধান (Deep Water Rice) বপন করে। আকস্মিক বন্যায় এই ফসলও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এসব কারণে অনেক কৃষক এই ধানের আবাদ করা ছেড়ে দিয়েছে। ফলে বহু জমি সারা বছর অনাবাদী পড়ে থাকে। প্রধানতঃ বোরো ফসলের উপর নির্ভরশীল হাওরের অধিবাসীদের জীবনযাত্রা ক্রমশ পঙ্গু হয়ে পড়ছে।

তবে একটি সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে হাওর এলাকাকে বন্যামুক্ত করে শস্যভান্ডারে পরিণত করা সম্ভব। এরজন্য প্রয়োজন সমগ্র হাওর এলাকা বেড়ী বাঁধের আওতায় নিয়ে আসা। এর ফলে বাইরের পানি হাওরে প্রবেশ করতে পারবে না। বৃষ্টিপাতের ফলে বেড়ী বাঁধের ভেতরের পানি চাষাবাদের কাজে ব্যবহারের পর অতিরিক্ত পানি অপসারণের জন্য পাম্প মেশিন স্থাপন করতে হবে। হাওরের ভেতরের খালগুলোর সংস্কার ও নতুন খাল খননের মাধ্যমে এসব জলাশয়ে পানি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে। শুষ্ক মৌসুমে বোরো ও রবিশস্য চাষের জন্য বীজনা নদীতে একটি রাবার ড্যাম নির্মাণ করা যেতে পারে। এর ফলে বীজনা নদীতে অধিক পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে আভ্যন্তরীণ খাল ও সেচনালাগুলো পানিতে পরিপূর্ণ করে রাখা যাবে।

উল্লেখিত প্রেক্ষাপটে স্থানীয় পর্যায়ে সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি তথা গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে এলজিইডি বিগত প্রায় দু'যুগ ধরে দেশী ও বিদেশী সহায়তায় স্থানীয় জনগণের সরাসরি অংশগ্রহণের মাধ্যমে ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্পের আওতায় সারা দেশে ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন উপ-প্রকল্প সমূহ বাস্তবায়ন করে আসছে।

ইতোমধ্যে ৬০৯টি উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে প্রায় হাজার হাজার হেক্টর কৃষি জমি সেচ কর্মসূচীর আওতায় এসেছে এবং ওসব এলাকায় কৃষি উৎপাদন প্রায় ৩০% বৃদ্ধি পেয়েছে। উত্তরোত্তর এ কার্যক্রম বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং দেশের হাজার হাজার হেক্টর জমি কৃষি কাজের আওতায় আসছে যা গ্রামীণ দারিদ্র্য গোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে।

স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব (১ম পাতার পর)

জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান, প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর তাঁর বক্তব্যে বলেন যে বর্তমান সময়ে এলজিইডি'র একটি বড় অর্জন হচ্ছে এ সংগঠনের সার্ভিস রুল সংশোধন/সংযোজন করা। তিনি বলেন, এলজিইডি বর্তমান সরকারের সময়কালে সব ধরণের সহযোগিতা পাচ্ছে। সভায় আরো বক্তব্য দেন জনাব অশোক মাধব রায়, যুগ্ম-সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ। সভা শেষে সচিব মহোদয় এলজিইডি'র বিভিন্ন বিভাগ পরিদর্শন করেন এবং এর কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত হন।

ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের (জাইকা) আওতায় রৌয়াইল-হিলালপুর উপ-প্রকল্পের ত্রিপক্ষীয় বাস্তবায়ন চুক্তি স্বাক্ষর

বৃহত্তর ময়মনসিংহ, সিলেট ও ফরিদপুর এলাকায় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় সুনামগঞ্জ জেলার জগন্নাথপুর উপজেলার রৌয়াইল-হিলালপুর উপ-প্রকল্পের ত্রিপক্ষীয় বাস্তবায়ন চুক্তি গত ২ জানুয়ারী ২০১১ তারিখে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাক্ষরিত হয়। রৌয়াইল-হিলালপুর পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি লিঃ -এর সভাপতি জনাব হাজী মোঃ দবির উদ্দীনের সভাপতিত্বে ও জনাব মোঃ মিজান সরকারের (সিপিও) উপস্থাপনায় পরিচালিত উক্ত চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে নির্বাহী প্রকৌশলী এলজিইডি সুনামগঞ্জ জনাব বিপুল চন্দ্র বনিক বলেন, উপ-প্রকল্পের অবকাঠামো টেকসই ও দীর্ঘস্থায়ী করা এবং এর থেকে কাঙ্খিত সুফল লাভের জন্য স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণের কোন বিকল্প নেই।

সুনামগঞ্জ জেলার জগন্নাথপুর উপজেলাধীন রৌয়াইল-হিলালপুর উপ-প্রকল্পের ত্রিপক্ষীয় বাস্তবায়ন চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে অন্যান্যের সাথে জনাব বিপুল চন্দ্র বনিক, নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, সুনামগঞ্জ ও জনাব হাজী মোঃ দবির উদ্দীন, সভাপতি, রৌয়াইল-হিলালপুর পাবসস লিঃ- কে দেখা যাচ্ছে।

তিনি বলেন, উপ-প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে এলাকার আবাদি জমি বৃদ্ধি পাবে, ফসলের উৎপাদন দ্বিগুণ হবে এবং আগাম বন্যার হাত থেকে বোরো ধান রক্ষা পাবে।

শুভেচ্ছা বক্তব্যে পাবসস-এর সভাপতি বলেন, অত্র ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের অক্লান্ত পরিশ্রম ও এলজিইডির সহযোগিতায় এলাকার মানুষের প্রাণের দাবী পূরণ হতে চলেছে এবং এলাকার মানুষ আবার নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখছে। তিনি আরও বলেন, প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে উপ-প্রকল্প এলাকার প্রায় ৯০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উপকৃত হবে। এ পর্যন্ত ৪৩৮টি উপকারভোগী পরিবারের মধ্যে ৩৫০টি পরিবার পাবসসের সদস্যভুক্ত হয়েছে। পর্যায়ক্রমে এলাকার সকল পরিবারকে সমিতির সদস্যভুক্ত করা হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্পের Reconnaissance Visit

অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন জেলা থেকে প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্পগুলোতে Reconnaissance Visit অব্যাহত রয়েছে। প্রকল্পাধীন জেলাগুলোর সকল ইউনিয়ন পরিষদে সভা আয়োজন করে উপ-প্রকল্প পর্যালোচনা করে প্রস্তাব প্রেরণের জন্য ইতোমধ্যে সংশোধিত উপ-প্রকল্প প্রস্তাবনা নমুনা (Format) সকল জেলায় প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্প এলাকার এ পর্যন্ত ৩৬টি জেলার ১০৪টি উপজেলা থেকে স্থানীয় জনগণের চাহিদার প্রেক্ষিতে ৪০৬টি উপ-প্রকল্পের জন্য প্রস্তাব পাওয়া গেছে। প্রকল্প সদর দপ্তরে এ সকল প্রস্তাব যাচাই-বাছাই করে Reconnaissance Visit - এর জন্য একটি তালিকা তৈরী করা হয়েছে। প্রকল্প পরামর্শক দলের দু'জন পানি সম্পদ পরিকল্পনা প্রকৌশলী- এর নেতৃত্বে গঠিত দু'টি দল ইতোমধ্যে কক্সবাজার, ঢাকা, গাজীপুর, রংপুর, পাবনা, কুমিল্লা, চাঁদপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ঠাকুরগাও, দিনাজপুর, নওগা ও চট্টগ্রাম জেলায় ৬৩টি প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্পে Reconnaissance Survey সম্পন্ন করেছে ।

পানি ব্যবস্থাপনায় জেন্ডার-এর ভূমিকা শীর্ষক প্রশিক্ষণ

গত ৮ ও ৯ নভেম্বর ২০১০ তারিখে এলজিইডি সদর দপ্তরে অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্পে 'পানি ব্যবস্থাপনায় জেন্ডারের ভূমিকা' শীর্ষক দুইটি প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা হয়। উক্ত কোর্সের দুইটি ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থী হিসাবে উপস্থিত ছিলেন প্রকল্পের জোনাল সিনিয়র সোসিওলজিষ্ট এবং জেলা সোসিও ইকোনমিষ্টবৃন্দ। প্রশিক্ষণ কোর্সে প্রধান রিসোর্স পারসন হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ফেরদৌসী সুলতানা বেগম ও রিতা সেন গুপ্ত, জেন্ডার ও সমাজ উন্নয়ন উপদেষ্টা, বিআরএম, এডিবি, ঢাকা। এছাড়া জনাব মোঃ সহিদুল হক, প্রকল্প পরিচালক, জনাব অনিল চন্দ্র বর্মণ, নির্বাহী প্রকৌশলী, জনাব মোঃ কামরুল ইসলাম, সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী (বাস্তবায়ন) ও জনাব এম মমতাজ হায়দার, সিনিয়র সোসিও ইকোনমিষ্ট প্রশিক্ষণ কোর্সে রিসোর্স পারসন হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

জনাব কাজী কেরামত আলী, মাননীয় সংসদ সদস্য, রাজবাড়ী-১ এর কাছ থেকে রাজবাড়ী জেলার ২০১০ সালের সেরা সমবায়ীর পুরস্কার গ্রহণ করছেন জনাব এটিএম আকরাম হোসেন বাবলু, সভাপতি, কৈডাঙ্গা-বেথুলিয়া পাবসস লিঃ, সদর, রাজবাড়ী।

প্রশিক্ষণ কোর্সে নারী উন্নয়ন ও নারীর অগ্রসরতার বিষয়ে আর্ন্তজাতিক অঙ্গীকারসমূহ যেমন মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্র, নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ (সিডও সনদ), বেইজিং-প্ল্যাটফরম ফর এ্যাকশন এবং সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ ও জাতীয় অঙ্গীকারসমূহের মধ্যে বাংলাদেশের সংবিধানের মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত সমতা ও ন্যায্যতা বিষয়ক ধারাসমূহ, প্রথম জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা-১৯৯৭ এর লক্ষ্য ও নীতি এবং নারী উন্নয়নে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা-১৯৯৮ এবং ১ম ও ২য় দারিদ্র বিমোচন কৌশলপত্র ইত্যাদি সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করেন প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রধান দু'জন রিসোর্স পারসন ফেরদৌসী সুলতানা বেগম ও রিতা সেন গুপ্ত।

প্রশিক্ষণ কোর্স উদ্বোধন করেন জনাব মোঃ নাজমুল হাসান, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট, এলজিইডি। সমাপণী অনুষ্ঠানে জনাব মোঃ মশিউর রহমান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট, এলজিইডি জনাব মোঃ সহিদুল হক, প্রকল্প পরিচালক, অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্প, এলজিইডি পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্পে পানি ব্যবস্থাপনায় জেন্ডারের ভূমিকা ও অবদানের বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করেন।

পাববস সভাপতি শ্রেষ্ঠ সমবায়ী হিসেবে পুরস্কৃত

জাতীয় সমবায় দিবস, ২০১০ এ জনাব কাজী কেরামত আলী, মাননীয় সংসদ সদস্য, রাজবাড়ী-১ শ্রেষ্ঠ সমবায়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। সমবায়ের মাধ্যমে এলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন এবং উপ-প্রকল্প উন্নয়নের মাধ্যমে এলাকায় কৃষি উৎপাদনে ব্যাপক অবদান রাখার জন্য জনাব এটিএম আকরাম হোসেন, সভাপতি কৈডাঙ্গা - বেথুলিয়া পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি লিঃ, সদর, রাজবাড়ী ২০১০ সালে উপজেলার সেরা সমবায়ী হিসাবে পুরস্কৃত হন।

পানি ব্যবস্থাপনায় জেন্ডার-এর ভূমিকা শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য দান করছেন জনাব মোঃ নাজমুল হাসান, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট, এলজিইডি ।

দ্বিতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পের আওতায় রাজবাড়ী সদর ও বালিয়াকান্দি উপজেলার ৫টি ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত এই উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের সকল ধাপে এলাকার জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে এলজিইডি-এর সমাজবিজ্ঞানী জনাব শাহনেওয়াজের সক্রিয় সহযোগিতায় জনাব এটিএম আকরাম হোসেন কৈডাঙ্গা-বেথুলিয়া পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি লিঃ-এর গঠনে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। প্রকল্পের আওতায় এলাকার কৈডাঙ্গা-বেথুলিয়া খালের উপর একটি স্লুইস গেট নির্মাণ করা হয়েছে। এর ফলে এলাকার জনগণ নিচু জমিতে এক ফসলের স্থলে দুই ফসল, রবি শস্যে সেচ সুবিধা, পাট প্রক্রিয়াকরণ সুবিধাসহ খালে মাছ চাষ ইত্যাদির সুফল পেতে শুরু করেছে। পাশাপাশি সঞ্চয় ও ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচী দরিদ্র সদস্যদের জীবনমান উন্নয়নে ইতিবাচক অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে।

দৃষ্টি আকর্ষণ

পানি সম্পদ বার্তায় প্রকাশের জন্য সংবাদ, ফিচার, ছবি ও তথ্য আইডব্লিউআরএম ইউনিটে পাঠান।

অগ্রণী গন্ধব্যপুর পাবসস এর উদ্যোগে জৈব সার তৈরী ও ব্যবস্থাপনা প্রদর্শনীর আয়োজন

গত ৭ ডিসেম্বর ২০১০ তারিখে লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলাধীন অগ্রণী গন্ধব্যপুর পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি লিঃ গন্ধব্যপুর ইসলামিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে এক কৃষি ও সেচ পরিকল্পনা এবং কুইক কম্পোষ্ট সার, জৈব কীটনাশক তৈরী ও বীজ ব্যবস্থাপনা প্রদর্শনীর আয়োজন করে। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব আবু মোঃ সাহরিয়ার, নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, লক্ষ্মীপুর। বিশেষ অতিথি ছিলেন জনাব আবুল খায়ের মজুমদার, সহকারী প্রকৌশলী, বিএডিসি, লক্ষ্মীপুর। এলজিইডি ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ প্রদর্শনীতে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন জনাব নিজাম উদ্দিন ফারুকী, সভাপতি, অগ্রণী গন্ধব্যপুর পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি লিঃ।

অগ্রণী গন্ধব্যপুর পাবসস লিঃ, সদর, লক্ষ্মীপুর আয়োজিত কৃষি ও সেচ পরিকল্পনা এবং কুইক কম্পোষ্ট সার, জৈব কীটনাশক তৈরী ও বীজ ব্যবস্থাপনা প্রদর্শনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখছেন জনাব আবু মোঃ সাহরিয়ার, নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, লক্ষ্মীপুর।

জমিতে রাসায়নিক সার প্রয়োগের ফলে ফসলের উৎপাদনশীলতা ও জমির উর্বরতা কিভাবে হ্রাস পাচ্ছে সভায় বক্তাগণ তা সমবেত কৃষকদের সামনে তুলে ধরেন। তাঁরা বলেন, ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হলে জৈব সার ব্যবহার করে জমির উর্বরতা বৃদ্ধির কোন বিকল্প নেই। পরে অতিথিবৃন্দ প্রদর্শনী প্রাঙ্গণ ঘুরে দেখেন।

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্প ঋণ প্রারম্ভিক মিশন

গত ০৫-২০ জানুয়ারী ২০১১ সময়ে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের Loan Inception Mission অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্পে কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা করেন। মিশনের উদ্দেশ্য ছিল ক) এলজিইডি'র সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট ও সমবায় অধিদপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক শক্তিশালীকরণের জন্য গৃহীত কার্যক্রমের অগ্রগতি; খ) প্রকল্প বাস্তবায়ন পরামর্শক দলের কাজ শুরু এবং এর সার্বিক অগ্রগতি; গ) পণ্য ও সেবা ক্রয়ের অগ্রগতি ঘ) ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উপ-প্রকল্পে পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা ও ঙ) প্রকল্প অ্যাডমিনিস্ট্রেশন মেমোরেন্ডাম তৈরী করা। মিশন সদস্যগণ পরবর্তীতে জয়পুরহাট জেলার কালাই উপজেলাধীন পূর্ব সরাইল-মাদাই উপ-প্রকল্প এবং পটুয়াখালী জেলার বাউফল উপজেলাধীন কনকদিয়া উপ-প্রকল্প পরিদর্শন করেন। সেখানে তাঁরা পাবসস-এর ব্যবস্থাপনা কমিটি ও সাধারণ সদস্যদের সাথে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে মত বিনিময় করেন। বিশেষ করে প্রতিটি উপ-প্রকল্পের পুনর্বাসন পরিকল্পনা নিয়ে মত বিনিময় করেন। উল্লেখ্য এ প্রকল্পের আওতায় পুনর্বাসন পরিকল্পনা প্রস্তুত ও তার বাস্তবায়নে একটি নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে। এর ফলে প্রকল্পের অগ্রগতির কিছু ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে। স্থানীয় জনগণ কর্তৃক উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে নেতিবাচক প্রভাবগুলো প্রশমনের ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।

মাঠ পর্যায়ে উপ-প্রকল্প পরিদর্শন শেষে মিশনের সদস্যবৃন্দ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, সমবায় অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এবং সরকারের নির্বাহী বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে বৈঠক করেন এবং খসড়া Aide Memoire প্রস্তুত করেন।

গত ২০ জানুয়ারী ২০১১ তারিখে এলজিইডি'র প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ ও মিশন সদস্যদের সাথে স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব জনাব আবু আলম মোঃ শহিদ খান-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাপনী সভায় মিশনের খসড়া Aide Memoire নিয়ে আলোচনা হয়।

নতুন উপ-প্রকল্প প্রস্তাব সংগ্রহের জন্য আঞ্চলিক অবহিতকরণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত

অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়নের জন্য মাঠ পর্যায় থেকে সুষ্ঠুভাবে উপ-প্রকল্প প্রস্তাব সংগ্রহের লক্ষ্যে এলজিইডি'র ১০টি আঞ্চলিক অফিসে অবহিতকরণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে গত ১ মার্চ ২০১১ থেকে ৩ মার্চ ২০১১ পর্যন্ত যথাক্রমে বরিশাল, খুলনা ও যশোর আঞ্চলিক অফিসে এবং ১৫ মার্চ ও ১৬ মার্চ ২০১১ তারিখে যথাক্রমে চট্রগ্রাম ও কুমিল্লা আঞ্চলিক অফিসে ৫টি অবহিতকরণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

নতুন উপ-প্রকল্প প্রস্তাব সংগ্রহের লক্ষ্যে আয়োজিত আঞ্চলিক অবহিতকরণ কর্মশালায় উপস্থিত তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী জনাব আব্দুল ওয়াহিদ চট্টগ্রাম, প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ সহিদুল হক, নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব খালিদ চৌধুরী ও ডেপুটি টিম লিডার জনাব জিএম আকরাম হোসেন

অনুষ্ঠিত কর্মশালায় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উপ-প্রকল্পের উন্নয়ন প্রক্রিয়া, এর বিভিন্ন পর্যায় ও ধাপসমূহ ব্যাখ্যা করা হয়। কর্মশালায় এলজিইডি'র জেলা নির্বাহী প্রকৌশলী, উপজেলা প্রকৌশলী, প্রকল্পের সহকারী প্রকৌশলী ও সোসিও ইকোনমিষ্টবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। বরিশাল, খুলনা, চট্রগ্রাম ও কুমিল্লা অঞ্চলের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীবৃন্দ নিজ নিজ অঞ্চলের কর্মশালায় প্রধান অতিথি এবং অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

সম্পাদক : মোঃ হাবিবুর রহমান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট, আরডিইসি ভবন (লেভেল-৬), এলজিইডি প্রধান কার্যালয়, শেরেবাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৯১২৭১৬৩, ফ্যাক্স : ৯১৩২০৬১, ই-মেইল : se-iwrm@lged.gov.bd, Web : www.lged.gov.bd, www.iwrm.lged.gov.bd